(iii) ভণিতা — এ পদটি
আজু রজনী হাম
↓

পদকর্তা — এর বিদ্যাপতি নাই
রসপর্যায় কি হবে

ভাষা — ব্রজবুলি
গ্রন্থের নাম — সংকলিত বিমানবিহারী মজুমদার
বৈষ্ণব পদাবলী

অলংকার — অতিশয় মুগ্ধ মন

(iv) পুথির নাম ও লেখক) — সতীশচন্দ্র প্রমথচন্দ্র
বৈষ্ণব পদ প্রসঙ্গ — ক্ষুদিরাম দাস
বৈষ্ণব পদাবলী — — সুকুমার সেন
পদাবলী পরিচয় — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণব রস প্রকাশ — (বিমানবিহারী মজুমদার)
বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় — জীবেন্দ্র রায়
বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী — সত্যবতী গিরি
প্রসঙ্গ ; বৈষ্ণব সাহিত্য

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

তার মঞ্জীলের স্পর্শ তাঁর জীবনকে করেছে মধু-
দাদার (শেখ সাদির) [illegible] [illegible] প্রতিদিন,
নিয়ে এল এক বিচিত্র আনন্দের [illegible] [illegible]
হয়েছে জীবনকে [illegible] [illegible] [illegible]। এই সময়
আনন্দের যে তার মঞ্জীলের সঙ্গী হয়েছে। সত্যি, যে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মিলন [illegible]।
কিন্তু এই মিলন স্থায়ী নয়। একদিন মানুষ
মরনের পর দুঃখ এসে তাদের কাছে নিয়ে আসেনি,
তাই এই মিলন বাস্তব জগতের মিলন নয়, এ
মনের জগতে কাল্পনিক মিলন। এই মিলনের
অবসান প্রয়োজন নেই আমার। তেমনি সর্বকালের
রসিক মিলনে রয়েছেন গ্রন্থের মাঝে। তাই তিনি
চিরন্তন। চিরস্থায়ী। [illegible]-[illegible]-দুঃখ-সুখে [illegible]
এই সাহিত্য সাধনা বরণীয়। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]
মাধুর্য্যে ও সত্যে। তিনি তাদের মনের [illegible]
বেঁধেছেন। [illegible] সংসারে দুঃখ আর [illegible], তাতে
[illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু তাদের সর্বকালের [illegible]
ও [illegible] [illegible] তাদের [illegible]
[illegible] [illegible]। তাই তারা [illegible], আর [illegible] [illegible]
আমি [illegible] [illegible] [illegible]। আমি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। আর আমার জীবন [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আর [illegible]।
আর আমার হয়ে, হয়ে [illegible] [illegible]।
সেই [illegible] সেই হবে [illegible]। আর [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible]।

"শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।"

উত্তর

আলোচ্য পদটি মধ্যযুগের অন্যতম কবি বলরাম দাস কর্তৃক প্রণীত। বাৎসল্যরসের উপাসক এই কবি মূলত: বাৎসল্য রসকেই উপজীব্য করে তাঁর পদগুলি রচনা করেছিলেন। পদটিতে কৃষ্ণ জননীর উদ্বেগ পরিস্ফুট। শাক্ত কবিদের বর্ণিত উমা জননীর হৃদয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বলরাম দাসের বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মানবিক। সহজ জীবনরস প্রীতি ও মানবিক আবেদনে পদটি পুষ্ট। ছন্দ-অলঙ্কার, ভাষা ব্যঞ্জনা, কোমলতা আতিশয্য এবং চিত্রকল্পের সুবিহিত প্রয়োগ পদটিকে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এক অনন্য মানের অধিকারী করে তুলেছে।

জ্ঞানদাসের পদাবলী

চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠযুগলের অন্যতম জ্ঞানদাস। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্যরূপে গোবিন্দদাসের যেমন পরিচিতি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য রূপে জ্ঞানদাসের তেমনই পরিচিতি।

চৈতন্য পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বানুসারে জ্ঞানদাসের পদাবলী রচিত হলেও কবির নিজস্ব বোধ ও শিল্পনির্মিতি জ্ঞানদাসের পদকে এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। শুধু তাই নয়—আধুনিক কাব্য বিচারে জ্ঞানদাসের পদাবলী এক যুগোত্তম বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে; তাঁর রচনা সৌকর্যে মিলেছে অনন্য ভাবৈশ্বর্য, সেই ভাবে মিশেছে রোমান্টিক প্রেমানুভব।

বৈষ্ণবপদাবলী মধ্যযুগের বাণী মঞ্জরী, গীতিকবিতার প্রাথমিক রূপ যা কালোত্তরেও অনন্য মহিমাদীপ্ত। কিন্তু মধ্যযুগ ছিল তন্ময় ভাবের কাল। সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত মন্ময় ভাবনার বিকাশ ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলী রসনিকর কাব্য মাধুরী হলেও এর অধ্যাত্মরস ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের অলৌকিকত্ব একে আধুনিক বিচারে পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। তবে-শ্রেষ্ঠ কবিরা তত্ত্বের মোহিনী আড়াল সরিয়ে নিজেদের মৌলিকতা প্রকাশ করেছেন—আপন অজ্ঞাতেই তাতে আত্মগত মন্ময় ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনারতরী' কাব্যের বৈষ্ণব কবিতায় প্রথম এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন—"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?"

তিনিই দেখিয়েছেন বৈষ্ণবকবি স্বর্গমর্ত্য এক করেছেন—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"

তাঁর মনে হয়েছে বৈষ্ণব কবিরা নিজেদের মানসী প্রতিমার প্রভাবেই রচনা করেছেন শ্রীরাধার ভাবপ্রতিমা। তাই তাঁর কাছে বৈষ্ণবপদাবলী রোমান্টিক প্রেমকবিতা। এবং এই রোমান্টিক ভাবমাধুরী জ্ঞানদাসের কাব্যে সর্বাধিক পরিস্ফুট

বলে সমালোচনাবৃন্দ মনে করেন—এযুগে জন্মালে জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক গীতি কবি হতেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। জ্ঞানদাসের "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" পদটিতে রোমান্টিক রূপতৃষ্ণার যে অনির্বচনীয় চিত্রাভাস তা সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যেও দুর্লভ।

জ্ঞানদাসের আর একটি রূপানুরাগের পদ—"আলো মুঞি জানোঁ না" যে চিত্রোপমা তা শিল্পী কবির অনবদ্য সৃজনীক্ষমতার পরিচায়ক—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল

প্রেমের অভিষেকে যৌবনের রূপতৃষ্ণার অসামান্য প্রকাশে চরণ দুটি কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে। কৃষ্ণের দিব্য রূপের সঙ্গে অকূল সমুদ্রের তুলনা করে কবি বলেছেন সেই রূপ সাগরে শ্রীরাধার দুটি নয়ন ডুবে গেছে। সেই রূপের অকূল পাথারে ডুব দিয়ে শ্রীরাধা অরূপ প্রেমের রত্ন পাবার আশাকরেন যেমনটি দেখেছি রবীন্দ্র গানে—রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি বৈষ্ণবকবিও সীমার বন্ধন ছাড়িয়ে অসীমে, রূপের থেকে রূপাতীত অরূপ লোকে উত্তীর্ণ হতে চান।

জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা যখন বলে—

"যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"

তখন প্রেম পথে বেপথু এক .. নায়িকার আকুলতার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যিনি কালোত্তরে বলতে পারবেন—

মন হারাবার আজি বেলা
পথ ভুলিবার খেলা (রবীন্দ্রনাথ)

ঠিক এমন করেই যৌবনের অরণ্যে মন হারিয়ে জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা পথ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মনে হয়—

"ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ"

কারণ পথভুলে তিনি ঘুরে বেড়ান। এই রূপমুগ্ধা শ্রীরাধা যেন রোমান্টিক কবিমানসের সৃজিত প্রতিমা।

রোমান্টিকতার লক্ষণ কল্পনা বিস্ময়।

কৃষ্ণের রূপ দেখে শ্রীরাধার বিস্মিত পুলকিত হৃদয়ের আর্তি পরিপূর্ণভাবে রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ।

তাই রূপোল্লাসে মুগ্ধ শ্রীরাধা বলেন—

Scanned with CamScanner

"দেখে এলাম তারে সখি দেখে এলাম তারে
একই অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে
পরাণ ভরে দেখে এলাম
রূপের অতীত অপরূপে পরাণ ভরে দেখে এলাম।"

এখানেই পদাবলীর অধ্যাত্ম মহিমার দীপ্তি। "রূপের অতীত অপরূপে"র সন্ধানেই কবির যাত্রা। জ্ঞানদাসের রচনায় রূপের সঙ্গে অরূপের, যৌবনের রসোচ্ছ্বসের সঙ্গে অধ্যাত্মিকতার সাধনা, জীবন থেকে জীবনাতীতের জন্য অভিসারের আর্তি ধ্বনিত। অনুরাগের বৈষ্ণবীর সংজ্ঞা হল—সর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও যে ভাববন্ধন প্রতিক্ষণে নবনবরূপে অনুভব করায় তাই অনুরাগ। এর অন্যতম শাখা রূপানুরাগ যে পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। তাঁর শ্রীরাধা রূপের পাথারে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিক্ষণে শ্যামসুন্দরকে নবনবরূপে অনুভব করেন। 'রূপ যখন রূপের অতীত' তখনই তা নবায়মান। এক অঙ্গে এত রূপ যেন নয়নে না ধরে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারুলঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল (বিদ্যাপতি)

অর্থাৎ কৃষ্ণের অতুলন রূপ জীবনভোর দেখেও নয়নের আশ মেটে না। "তা তিলে তিলে নূতন হোয়" জ্ঞানদাসের রাধাও বলেন—

তাঁর নয়নের দৃষ্টি পথের এমন ক্ষমতা নেই যা কৃষ্ণের রূপ মাধুরীর পরিমাপ করতে পারে তা রূপের পাথার—অকূল সমুদ্র। এই বিস্ময় রস-পুলকিত অনুভবের বাণীমঞ্জরীর কাব্যিক প্রকাশে জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদ দ্বিতীয় রহিত।

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস গুরুর মতই আক্ষেপানুরাগের পদে অনন্যতা দাবী করেন। প্রেমের গভীরতা হেতু নায়িকা যখন কৃষ্ণের প্রতি অকারণ দোষ দর্শন করে আক্ষেপ করেন—তখন আক্ষেপানুরাগের দৃষ্টি। এই আক্ষেপ ও অনুরাগ কৃষ্ণকে, তাঁর মুরলী ধ্বনিকে, সখীদের এবং শ্রীরাধার আপন ভাগ্যের প্রতি বর্ষিত হয়।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"

পদটি চণ্ডীদাস, মতান্তরে জ্ঞানদাসের রচিত। এই আক্ষেপানুরাগের একটি শ্রেষ্ঠ পদ—যেখানে শ্রীরাধার প্রেমার্ত হৃদয়ের আক্ষেপ অনুরণিত।

জ্ঞানদাসের পদে বৈষ্ণবরসশাস্ত্র অনুযায়ী দর্শন ও তত্ত্ব আছে, সেই সঙ্গে আধুনিক রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির অস্ফুট আভাসও আছে।

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস বৈষ্ণবপদাবলীর শীর্ষ কবি চতুষ্টয়ের অন্যতম রূপে স্বীকৃত ও নন্দিত।

জ্ঞানদাসের পদে গীতিময়তা, ধ্বনি প্রাণতা অলংকরণ সৌন্দর্যর সঙ্গে রহস্যময়তা ও স্বপ্নমাধুর্য জড়িত। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

'রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজনে"

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোনও একটি মেয়ে ছিল। ভালোবাসার কুঁড়ি ভরা তার মন, মুখ চোরা সেই মেয়ে চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি চলা সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাওন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন সমানই।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে জ্ঞানদাসের পদের ভাববিভোর প্রেমরহস্যের কথাই আভাসিত। তাই জ্ঞানদাস মধ্যযুগ থেকে আজও রসপিপাসুদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

Scanned with CamScanner

বৈষ্ণব পদাবলী মঞ্জরী

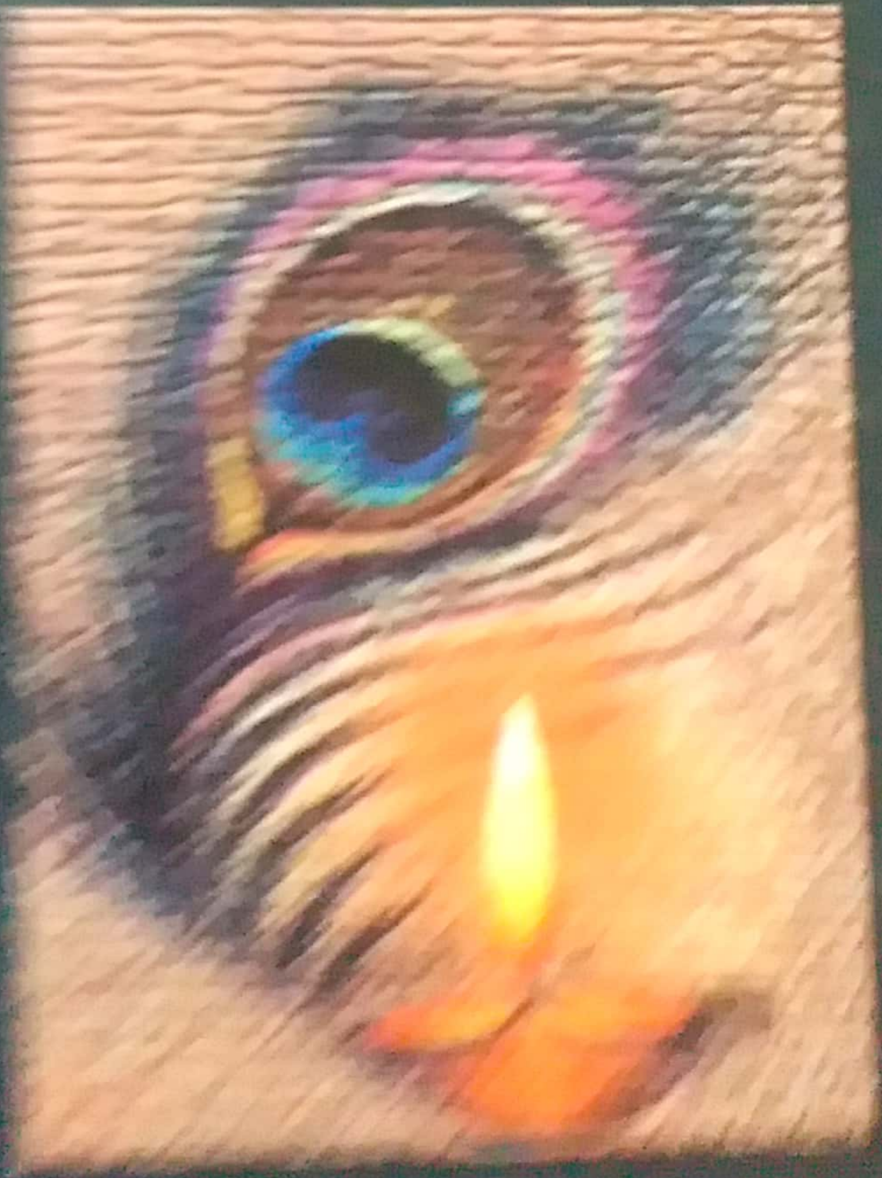

Scanned with CamScanner